মোস্তফার উদারতা

19-September-2024

২৬ রমযানুল মোবারকের ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(for Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। “ফতোওয়ায়ে শামী”তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরুদ শরীফের ফযিলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اَنْجَاكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ اَهْوَالِهَا وَ مَوَاطِنِهَا اَكْثَرُكُمْ عَلَيَّ صَلَاةً فِيْ دَارِ الدُّنْيَا

হে লোকেরা! নিশ্চয় কিয়ামতের কঠিন ভয়াবহতা ও সেটার হিসাব নিকাশ থেকে খুব দ্রত সেই ব্যক্তি মুক্তি পাবে তোমাদের মধ্যে যে দুনিয়াতে আমার উপর অধিক পরিমাণে দরুদ শরীফ পাঠ করবে।

(ফিরদাউসুল আখবার, ২/৪৭১ পৃ:, হাদীস: ৮২১০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ে নিন কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শ্রবণ করার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন নিয়্যত করুন! ★ ইলম অর্জন করার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ★ আদব সহকারে বসবো ★ বয়ানের মাঝখানে উদাসিনতা থেকে বেঁচে থাকবো ★ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শ্রবণ করবো ★ যা শুনবো তা অন্যের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উদারতা

হযরত আব্দুল্লাহ হাওযানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমার মুয়াজ্জিনে রাসূল হযরত বিলাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সাথে সাক্ষাত করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো তো আমি তাকে রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ব্যয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি আমাকে বললেন যে, রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট যা কিছু (সম্পদ) থাকতো, তা খরচ করার দায়িত্ব আমার থাকতো। যখন কোন বস্ত্রহীন মুসলমান তাঁর নিকট আসতো তখন তিনি আমাকে নির্দেশ দিতেন আর আমি কারো কাছ থেকে কর্জ নিতাম এবং চাদর ক্রয় করে তাকে পরিধান করাতাম এবং খাবার খাওয়াতাম। একদিন এক অমুসলিম আমার কাছে আসলো আর বলতে লাগলো: হে বিলাল! আমি ছাড়া তুমি অন্য কারো কাছ থেকে কর্জ নিও না, আমার প্রচুর সম্পদ আছে। আমি এরকমই করেছি (অর্থাৎ এরপর থেকে যখনই কখনো কর্জ নেয়ার প্রয়োজন পড়তো তখন তার কাছ থেকেই কর্জ নিতাম)। একদিন আমি অযু করে আযান দেয়ার জন্য দাড়ালাম তখন কি দেখলাম, দেখলাম সেই অমুসলিম ব্যক্তিটি কয়েকজন ব্যবসায়ীকে নিয়ে আমার কাছে আসলো আর আমাকে অনেক গালমন্দ করলো আর বলতে লাগলো: কর্জ পরিশোধ করার সময় আর মাত্র ৪দিন বাকি আছে, যদি এর মধ্যে কর্জ আদায় না করো তবে আমি তোমাকে গোলাম বানিয়ে ছাগল চড়াতে দিবো। তার কথা শুনে আমি অনেক চিন্তিত হয়ে পড়লাম। অতঃপর ইশারের নামাযের পর রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলাম আর আরয করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ ! صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনার প্রতি আমার মা বাবা উপর উৎসর্গ হোক। ঐ অমুসলিম যার কাছ থেকে আমি কর্জ নিতাম, সে আমাকে এরকম বলেছে। আমাকে অনুমতি দিন আমি ঐসব লোকদের

কাছে যাবো যারা মুসলমান হয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ পাক তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এতো সম্পদ দান করবেন না যা দ্বারা আমার কর্জ পরিশোধ হয়ে যায়। এটা বলে আমি সেখান থেকে চলে আসলাম। সকালে যাওয়ার ইচ্ছায় যখন আমি বের হলাম তখন এক ব্যক্তি দৌড়ে আমার কাছে আসলো আর বলতে লাগলো: হে বিলাল! রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনাকে ডেকেছেন। আমি সেখানে পৌঁছলাম তো কি দেখলাম যে, মাল বোঝাই করা ৪টি উট উপস্থিত। আমি ভিতরে আসার অনুমতি চাইলাম তো রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: মুবারকবাদ! আল্লাহ পাক তোমাকে কর্জ পরিশোধ করার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, অতঃপর বললেন: তুমি ৪টি উট দেখেছো? আমি বললাম: জী। বললেন: উট ও সেগুলোর বোঝাই করা শস্য এবং কাপড় সব তুমি নিয়ে রেখে দাও এবং এগুলোর মাধ্যমে তোমার কর্জ পরিশোধ করো। আমি আদেশ পালনের জন্য এরকমই করলাম, এরপর মসজিদে আসলাম আর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সালাম করলাম, তো তিনি জিজ্ঞাসা করলেন! ঐ সম্পদ দ্বারা তোমার কী উপকার হলো? আমি বললাম: আল্লাহ পাক ঐ সকল ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছেন, যা তাঁর রাসূলের উপর ছিলো, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: ঐ মাল থেকে কিছু অবশিষ্ট রয়েছে কি? আমি বললাম: জী। তিনি বললেন: আমাকে এগুলো থেকেও মুক্ত করো! যতক্ষণ পর্যন্ত এগুলো কোন কাজে লাগাবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ঘরে যাবো না। রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইশারের নামায শেষ করলেন তো আমাকে ডেকে সেই অবশিষ্ট সম্পদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি আরয করলাম: সেগুলোর দেয়ার জন্য আমি কোনো ভিক্ষুক পাইনি। নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রাতে মসজিদেই রইলেন। পরের দিন ইশারের

নামাযের পর আমাকে আবারও ডাকলেন, আমি আরয করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাক আপনাকে মুক্ত করে দিয়েছেন (অর্থাৎ সেই মাল আল্লাহর রাস্তায় বন্টন হয়ে গেছে)। এটা শুনে তিনি তাকবীর বললেন এবং আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন।

(আবু দাউদ, কিতাবুল খারাজ ওয়াল ফাই ওয়াল ইমারাত, ৩/২৩০-২৩২ পৃ:, হাদীস: ৩০৫৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কি পরিমাণ উদার। তিনি দুনিয়ার সম্পদ নিজের কাছে রাখাটা পছন্দ করতেন না, বরং যতক্ষণ পর্যন্ত লোকদের মাঝে তা বন্টন করে দিতেন না, ততক্ষণ পর্যন্ত শান্ত হতেন না। নিজের কোন বস্তুর প্রয়োজন থাকা সত্তেও গরিব, মিসকিনদের মাঝে সদকা করে দিতেন এবং ভিক্ষুককে এত অধিক দান করতেন যে, তার পুনরায় ভিক্ষা করার প্রয়োজন পড়তো না। কিন্তু আফসোস! শতকোটি আফসোস! আমাদের অবস্থা এই যে, দুনিয়ার ভালোবাসা অন্তর থেকে কম হওয়ার নামও নেয় না এবং সব সময় দুনিয়ার নিয়ামত ও আরাম - আয়েশ বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা থাকে।

হযরত মাজমা' আনসারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এক বুযুর্গের ব্যাপারে বলেন যে, তিনি বলেছেন: আল্লাহ পাক আমাকে দুনিয়ার (আরাম আয়েশ) থেকে বাঁচিয়ে নেয়ার দয়া, এই (অর্থাৎ দুনিয়ার) বিলাসিতার (যেমন মাল ও দৌলত ইত্যাদির) আকৃতিতে অর্জিত নিয়ামত থেকে উত্তম। কেননা আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য দুনিয়াকে পছন্দ করেননি, এজন্য আমার সেই নিয়ামত যা আল্লাহ পাক তাঁর হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য পছন্দ করেছেন তা ঐসব নিয়ামতের চেয়ে বেশি প্রিয়, যা তিনি তাঁর প্রিয় নবী (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর অপছন্দ করেছেন। **(শুয়াবুল ঈমান, ৪/১১৭ পৃ:,**

হাদীস: ৪৪৮৯) মনে রাখবেন! দুনিয়ার মাল ও দৌলতের আধিক্যতা ও সেটার আরাম আয়েশ অবশ্যই নিয়ামত কিন্তু এসব থেকে বেঁচে থাকাটা আরো বড় নিয়ামত। **(নেকীর দাওয়াত, ৩৫ পৃ:)**

দুনিয়া হলো মিষ্টি সবুজ শ্যামল

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেন: দুনিয়া হলো মিষ্টি সবুজ শ্যামল, যে এটাতে হালাল পন্থায় সম্পদ উপার্জন করে আর সঠিক জায়গায় তা ব্যয় করে, আল্লাহ পাক তাকে সাওয়াব দান করবেন আর তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং যে এখানে হারাম পন্থায় সম্পদ উপার্জন করে আর সেগুলো ভুল জায়গায় ব্যয় করে, আল্লাহ পাক তাকে دارُالْهَوَان (অর্থাৎ অপমানের ঘরে) প্রবেশ করাবেন।

(শুয়াবুল ঈমান, ৪/৩৯৬ পৃ:, হাদীস: ৫৫২৭)

হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উক্ত হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় ফয়যুল কদীরে লিখেন: প্রতীয়মান হলো দুনিয়া স্বয়ং নিজে মন্দ নয়, যেহেতু এটা আখিরাতে শস্যক্ষেত, তাই যে ব্যক্তি শরীয়তের অনুমতিক্রমে দুনিয়ার কোন জিনিস অর্জন করে, তো সেই জিনিসটি আখিরাতে তাকে সাহায্য করবে। **(ফয়যুল কদীর, ৩/৭২৮ পৃ:, হাদীসের ব্যাখ্যা: ৪২৭৩)** আমাদেরও উচিত প্রয়োজনের অতিরিক্ত দুনিয়ার পেছনে না দৌড়ানো এবং হারাম পন্থা অবলম্বন করে মাল ও দৌলত জমা করার পরিবর্তে হালাল রিযিক অন্বেষণ করার মানসিকতা ও সাধ্যমতো দান-সদকাও করতে থাকা, নিজেদের আত্মীয়-স্বজন, পাড়া প্রতিবেশি ও অন্যান্য গরীবদেরকে আর্থিক সহযোগিতা করা। মূলত বাস্তবতা হলো, যে ব্যক্তি কাউকে সাহায্য করে আল্লাহ পাকও তাকে সাহায্য করেন এবং আল্লাহর

রাস্তায় ব্যয় করার ফলে সম্পদ বৃদ্ধি পায়, কমে না, সদকার ফযিলত ও বরকতের ব্যাপারে রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেন: সদকা সম্পদ কমায় না আর আল্লাহ পাক ক্ষমা করার কারণে বান্দার সম্মান বৃদ্ধি পেয়ে থাকে আর যে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির লক্ষ্যে বিনয়ী হয়, আল্লাহ পাক তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন।

(মুসলিম, কিতাবুল বির ওয়াস সিলা ওয়াল আদাব, ১০০২ পৃ:, হাদীস: ২৫৮৮)

সম্পদ সঞ্চয় করা অপছন্দ করলেন:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কি মহিমা যে, নিজের কাছে সম্পদ রাখাটাও পছন্দ করতেন না বরং তৎক্ষণাৎ সদকা করে দিতেন, সুতরাং একবারের একটি ঘটনা, রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আসরের নামায পড়ালেন আর সালাম ফিরানোর সাথে সাথেই হুজরা শরীফে চলে গেলেন, অতঃপর খুব দ্রুত ফিরে আসলেন। সাহাবায়ে কেরামগণ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ অবাক হলেন! তিনি বললেন নামাযের মধ্যে আমার মনে পড়লো যে, সদকার কিছু স্বর্ণ ঘরে পড়ে রয়েছে, আমার অপছন্দ হলো যে, রাত হয়ে যাক আর সেগুলো ঘরে পড়ে থাকুক, এজন্য গিয়ে সেগুলো বন্টন করার জন্য বলে আসলাম। **(বুখারী, কিতাবুল আমল ফিস সালাত, ৪১১ পৃ:, হাদীস: ১২২১)**

হযরত আবু যর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: একদিন আমি নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে ছিলাম, যখন তিনি উহুদ পাহাড় দেখলেন তখন বললেন: যদি এই পাহাড় আমার জন্য স্বর্ণ হয়ে যায় তবে আমি সেটা অপছন্দ করবো যে, তা থেকে এক দিনারও আমার কাছে ৩দিনের চেয়ে বেশি থাকুক, তবে সেগুলো ব্যতীত যা আমি কর্জ পরিশোধ করার জন্য রেখেছি। **(বুখারী, কিতাবুন ফিল ইসতিক্বরায, ২/১০৫ পৃ:, হাদীস: ২৩৮৮)**

সর্বশ্রেষ্ঠ উদার

শাহেন শাহে নবুয়ত, রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দানশীলতার শান বলতে গিয়ে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উদার এবং তাঁর উদারতার সমুদ্রে সবচেয়ে বেশি জোয়ার তখন উঠতো, যখন রমযানে জিব্রাইল عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হতেন, জিব্রাইল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام (রমযানুল মুবারকের) প্রতিরাতে উপস্থিত হতেন আর রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে কুরআনে আযীমের চর্চা করতেন, ব্যস রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দ্রত গতি সম্পন্ন বাতাসের চেয়েও বেশি দান করতেন। **(ফয়যানে সুন্নাত, সহীহ বুখারীর রেফারেন্স, ১/৯ পৃ:, হাদীস: ৬)**

কখনো কাউকে খালি হাতে ফিরাতেন না

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনো কোন ভিক্ষুককে উত্তরে না শব্দটি বলেননি। **(শিফা শরীফ, ১/১১১ পৃ:)** একবার নবীয়ে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে ৭০ হাজার দিরহাম আনা হলো, তো তিনি সেই দিরহামগুলো একটি মাদুরের উপর রাখলেন আর পাশে দাড়িয়ে বন্টন করতে লাগলেন। কোন ভিক্ষুককে খালি ফিরিয়ে দেননি, এমনকি এক পর্যায়ে সেগুলো শেষ হয়ে গেল।

(আখলাকুন নবী ওয়া আদাবুহু, হাদীস: ৯৫, পৃ: ৩০)

অনেক সময় এমনও হয়ে থাকে যে, রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কারো কাছ থেকে কোন কিছু ক্রয় করতেন, মূল্য পরিশোধ করার পর তাকেই দান করে দিতেন। একবার হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ

এর কাছ থেকে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি উট কিনে নিলেন অতঃপর সেই উটটি তাঁকে উপহার হিসেবে দিয়ে দিলেন। **(বুখারী, কিতাবুল বুয়ূউ, ২/১৮ পৃ:, হাদীস: ২০৯৭)** একইভাবে আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারূক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর কাছ থেকে একটি উটের বাচ্চা ক্রয় করলেন, এরপর সেই উটের বাচ্চা তাঁরই ছেলে হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে দিয়ে দিলেন।

(বুখারী, ২/২৩ পৃ:, হাদীস: ২১১৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কি পরিমাণ দানশীল ছিলেন যে, যেই জিনিস নিজের প্রয়োজনের জন্য ক্রয় করতেন, সেটাও উপহার স্বরুপ দান করে দিতেন, আমাদেরও উচিত আমরা যেনো প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই প্রিয় সুন্নাতের উপর আমল করার ও মুসলমানদের হৃদয়ে আনন্দ দেয়ার নিয়্যতে একে অপরকে উপহার দেয়ার অভ্যাস করা কেননা উপহার দেয়ার দ্বারা ভালোবাসা বৃদ্ধি পায় আর শত্রুতা দূরীভূত হয়। হযরত আতা খুরাসানী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: একে অপরের সাথে মুসাফাহা করো (অর্থাৎ হাত মিলাও), এর দ্বারা ক্ষোভ চলে যাবে আর উপহার পাঠাও, পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা বাড়বে আর শত্রুতা দূরীভূত হতে থাকবে। **(মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল আদাব, , ২/১৭১ পৃ:, হাদীস: ৪৬৯৩)**

হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই দুইটি আমল খুবই পরীক্ষিত যার সাথে মুসাফাহা করা হয়, তার সাথে শত্রুতা হয় না, যদি কোন কারণে হয়েও যায় তবে সেটার বরকতে স্থির থাকে না, একইভাবে একে অপরকে উপহার দেয়ার দ্বারা শত্রুতা চলে যায়।

(মিরআতুল মানাজীহ, ৬/৩৬৮ পৃ:)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! উপহার আদান প্রদান হোক বা অন্য কোন বিষয় তা হালাল পন্থায় অবলম্বন করা উচিত, কারণ হারাম পন্থায় অর্জিত সম্পদ আহার করা, পান করা, পরিধান করা অথবা কোন কাজে ব্যবহার করা হারাম ও গুনাহ, সেটার শাস্তি দুনিয়াতে সম্পদের অভাব ও অপমান এবং বরকতহীনতা ও আখিরাতে শাস্তি হলো জাহান্নামের প্রজ্বলিত আগুনের বেদনাদায়ক আযাব। প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী: যেই ব্যক্তি হারাম মাল উপার্জন করে এরপর সদকা করে, তার সদকা কবুল করা হবে না আর সেখান থেকে খরচ করলে এটার জন্য তাতে কোন বরকত হবে না এবং সেগুলো রেখে মারা গেলে সেগুলো তার জন্য দোযখের পাথেয় হবে। **(শরহুস সুন্নাহ, লিল বাগবী, ৪/২০৫-২০৬, হাদীস: ২০২৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বৈরূত)** সুতরাং আমাদের উচিত জায়িয পদ্ধতিতে সম্পদ উপার্জন করা এবং নিজের প্রয়োজন ব্যতীত যা বেঁচে যায়, সেগুলো অযথা কাজে ব্যবহার করার পরিবর্তে নিজের দরিদ্র ও গরিব মুসলমান ভাইকে আর্থিক সহযোগিতা করা, মসজিদ, মাদরাসা ও নেকীর কাজে উন্নতীর জন্য বেশি থেকে বেশি পরিমাণে নিজের সম্পদ ব্যয় করা তাহলে ! اِنْ شَآءَ الله সেটার অসংখ্য বরকত নসিব হবে, যেমন পারা: ৩, সূরা বাকারার আয়াত নাম্বার ২৭৪ এ ইরশাদ হচ্ছে:

اَلَّذِیْنَ یُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّیْلِ وَ النَّهَارِ سِرًّا وَّ عَلَانِیَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْۚ وَ لَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ

(পারা: ৩, সূরা: বাকারা, আয়াত: ২৭৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ঐসব লোক, যারা নিজেদের ধন-সম্পদ দান করে রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে তাদের জন্য তাদের পূণ্যফল রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট। তাদের না কোন আশংখা আছে, না কিছু দুঃখ।

এইভাবে পারা ৩, সূরা বাকারার আয়াত ২৬১ তে ইরশাদ হচ্ছে:

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

(পারা: ৩, সূরা বাকারা, আয়াত: ২৬১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তাদের উপমা, যারা আপন সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে সেই শস্য বীজের ন্যায়, যা উৎপাদন করে সাতটা শীষ। প্রত্যেক শীষে একশ শষ্যকণা এবং আল্লাহ তা থেকেও অধিক বৃদ্ধি করেন যার জন্য চান। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, জ্ঞানময়।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের রাস্তায় ব্যয় করবেন তো সেই মালিক ও মাওলা যমিন ও আসমান এবং সমস্ত জাহানের খালিক ও মালিক, সেই দয়ালু প্রতিপালক দয়া করবেন এবং আমাদের সম্পদ বৃদ্ধি করবেন। কতো সৌভাগ্যবান মুসলমান এমন রয়েছে যারা তাদের সম্পদের হক আদায় করে, খুশিমনে সময়মতো যাকাত ও ফিতরা আদায় করে থাকে, নিজের সম্পদ মা বাবা, ভাই-বোন এবং সন্তানদের জন্য খরচ করে, নিজের নিকটতম বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুতে তাদের ইছালে সাওয়াবের জন্য দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজের মধ্যে নিজেদের অর্থ ব্যয় করে, নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মিলাদ উদযাপন করে, ভালো নিয়্যতে হাসপাতাল বানিয়ে থাকে, একনিষ্ঠতার সাথে কুরআন তিলাওয়াত এবং যিকির ও নাত এবং সুন্নাতে ভরা ইজতিমার ব্যবস্থার কাজে টাকা খরচ করে, মসজিদ ও মাদরাসার নির্মাণ কাজে অংশ নেয়, দরস ও তাদরিস, দরসে নিযামী অর্থাৎ আলিম কোর্সের কাজে সহযোগিতা করে, যেমন শিক্ষকদের বেতন (salary), শিক্ষার্থীদের কিতাবাদি, খাবার ও থাকার খরচ ইত্যাদি, কুরআনে করীম (হিফয ও নাযেরা) এর শিক্ষার

কাজে সহযোগিতা করে, মসজিদ পরিচালনার খরচাদি ইত্যাদির খরচ বহন করে বা সেটাতে অংশ নিয়ে থাকে। দ্বীনে ইসলামের প্রচার ও প্রসার, সুন্নাত পূণরুজ্জীবিত করার কাজে, নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানোর জন্য খরচ করে থাকে। যেমন মাদানী কাফেলায় সফরকারী গরিব ইসলামী ভাইদের খরচাদি দিয়ে, সুন্নাতে ভরা দরস প্রদানের আগ্রহী গরিব ইসলামী ভাইদেরকে ফয়যানে সুন্নাত কিনে দিয়ে, নিজের দোকান, মার্কেট, মসজিদ, এলাকা, অফিস, কলেজ ইত্যাদিতে শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা বন্টন করে নিজের টাকা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে থাকে, আল্লাহ পাক তার সম্পদ বাড়িয়ে দিবেন এবং তার সাওয়াব ৭০০গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে দিবেন, শুধু এগুলো নয়, বরং ইরশাদ করেন:

وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আল্লাহ তা থেকেও অধিক বৃদ্ধি করেন যার জন্য চান।

আসুন! উৎসাহের জন্য নবীয়ে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দানশীলতার আরো কিছু ঘটনা শ্রবণ করি যাতে আমাদের দ্বীন প্রচার ও প্রসার, মসজিদ ও মাদরাসার খিদমত, মুসলমানদের আর্থিক সহযোগিতা ও আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার প্রেরণা বাড়বে।

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দানশীলতার ঘটনা

হুনায়নানের যুদ্ধে নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এতো পরিমাণ দান করেছেন যে, অনুমানও করা যাবে না। তিনি গ্রামে বসবাসকারী অনেকের মধ্যে ১০০টি করে উট দান করেছেন। **(বুখারী, ৩/১১৮, হাদীস: ৪৩৩৭)**

হযরত সফওয়ান বিন উমাইয়া (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হুনায়নের যুদ্ধে) ছাগল চেয়েছেন, যেগুলো দ্বারা দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী বন ভরা ছিলো, তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঐসবগুলো ছাগল তাকে দিয়ে দিলেন। তিনি তার গোত্রের মধ্যে গিয়ে বললেন: হে আমার গোত্রের লোকেরা! তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে নাও! আল্লাহ পাকের শপথ! মুহাম্মদ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এমনভাবে দান করেন যে, অভাবের আর ভয় থাকে না।

(মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল ফাযায়িল ওয়াশ শামায়িল, ২/৩৪৬, হাদীস: ৫৮০৬)

ওলামায়ে কেরামগণ বলেন: রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সেই একদিনের অনুদান, দানশীল বাদশাদের সারা জীবনের দানশীলতা ও অনুদানের চেয়েও বেশি ছিলো, জঙ্গল ছাগল দ্বারা ভরপুর আর হুযুরে (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) দান করছেন আর ভিক্ষুকরা দল বেঁধে আসতো আর হুযুর (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) পেছনে যেতে থাকতেন। এমনকি এক পর্যায়ে যখন সমস্ত মাল শেষ হয়ে গেল, একজন আরাবী (আরবের গ্রামে বসবাসকারী লোক) চাদর মুবারক শরীর মুবারক থেকে টান দিল, যার কারণে কাঁধ ও কোমর শরীফের উপর সেটার দাগ পড়ে গেলো, তাকে এতটুকু বললেন: হে লোকেরা! তাড়াহুড়া করিও না, আল্লাহ পাকের শপথ আমাকে কখনো কৃপণ পাবে না। **(বুখারী, কিতাবুল জিহাদ , ২/২৬০, হাদীস: ২৮২১)**

একইভাবে হযরত সাহল বিন সা'দ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন, এক মহিলা একটি চাদর নিয়ে আসলো, সে আরয করলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এটা আমি নিজের হাতে বুনেছি, আমি আপনার পরিধানের জন্য এনেছি। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সেটা প্রয়োজন ছিলো, এজন্য তিনি সেই চাদরটি নিয়ে নিলেন, এরপর নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের সাথে বের হলেন আর সেই চাদরটি তেহবন্দ

হিসেবে বেঁধেছিলেন। এক সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সেটা দেখে আরয করলেন: কি সুন্দর চাদর এটা আমাকে পড়িয়ে দিন। তিনি বললেন: জী ঠিক আছে! কিছুক্ষণ পর তিনি মজলিস থেকে উঠে চলে গেলেন, অতঃপর পূনরায় তাশরিফ আনলেন আর সেই চাদরটি ভাজ করে ঐ সাহাবীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সাহাবায়ে কেরামগণ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ তাকে বললেন, তুমি কাজটা ভালো করো নাই, কেননা তুমি জানো যে, রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কোন ভিক্ষুককে ফিরিয়ে দেন না। ঐ সাহাবী বলতে লাগলেন: আল্লাহ পাকের শপথ! আমি শুধুমাত্র এজন্য এটা চেয়েছি যে, যেদিন আমি মারা যাবো এই চাদরটি যেনো (তাবাররুক হিসেবে) আমার কাফন হয়। হযরত সাহল বিন সা'দ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: সেই চাদরটি তার কাফনই হয়েছে।

(সহীহুল বুখারী, কিতাবুল আমল ফিল লিবাস, ৪/৫৪, হাদীস: ৫৮১০)

জাহিরি বেছালের পর প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দানশীলতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো আমাদের প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দোজাহানের বাদশাহ, আল্লাহ পাক তাঁকে মালিক ও মুখতার বানিয়েছেন, তাঁর সমস্ত ভান্ডারের চাবিও দান করেছেন, কিন্তু তিনি নিজের কাছে কিছু অবশিষ্ট রাখতেন না, বরং সবকিছু বন্টন করে দিতেন। এমনকি বাহ্যিক হায়াতের ন্যায় জাহিরি বেছালের পরও আপন উম্মতের পেরেশান অবস্থার উপর অনুদানের বৃষ্টি বর্ষণ করেন। যদি কারো মাথায় কুমন্ত্রণা আসে যে, রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তো এই দুনিয়া থেকে পর্দা করেছেন তো কিভাবে ভিক্ষুকদের দান করেন? তো মনে রাখবেন! আল্লাহ পাকের সমস্ত নবীগণ আপন আপন মাযারে জীবিত রয়েছেন। আ'লা হযরত, ইমাম আহমদ রযা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ ইরশাদ করেন:

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام হায়াতে হাকীকী, দুনিয়াবি, রুহানী ও শারিরিকভাবে জীবিত আছেন, আপন আপন মাযারাতে তায়্যিবার মধ্যে নামায পড়েন, তাঁদেরকে রিযিক দেয়া হয়, যেখানে চান তাশরিফ নেন, যমিন ও আসমানের বাদশাহীর মধ্যে হস্তক্ষেপ করেন। রাসূলে করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেন: اَلْاَنْبِيَاءُ اَحْيَاءٌ فِيْ قُبُوْرِهِمْ يُصَلُّوْن অর্থাৎ হযরতে আম্বিয়ায়ে কেরামগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام আপন আপন মাযারে পাকে জীবিত এবং নামায আদায় করেন। **(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, বাবু যিকরিল আম্বিয়া * ৮/৩৮৬ পৃ:, হাদীস: ১৩৮১২, ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ১৪/৬৭৫)** অন্য এক হাদীসে পাকে রয়েছে: اِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَاْكُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللهِ حَيٌّ يُرْزَقُ অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ পাক যমিনের উপর আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর শরীর মুবারককে গ্রাস করা হারাম করে দিয়েছেন, আল্লাহ পাকের নবীগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام জীবিত আর তাঁদেরকে রিযিক দেয়া হয়। **(ইবনে মাজাহ, কিতাবুল জানায়িয, ২/২৯১, হাদীস: ১৬৩৭)** যেমন আল্লামা ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ুতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরতে আম্বিয়ায়ে কেরামদের عَلَيْهِمُ السَّلَام জন্য মাযার শরীফ থেকে বাহিরে যাওয়া ও আসমান এবং যমিনে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি রয়েছে।

(আল হাভী লিল ফতোওয়া ২/২৬৩, ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ১৪/৬৮৫-৯০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উল্লেখিত হাদীসে মুবারকা ও ওলামায়ে কেরামের গবেষণা থেকে বোঝা গেলো যে, আমাদের আক্বা, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সহ অন্যান্য আম্বিয়া কেরামগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام আপন আপন মাযারে না শুধুমাত্র জীবিত আছেন বরং তাঁদেরকে রিযিকও দেয়া হয়, যেখানে চান তাশরিফ নিয়ে যান আর যমিন ও আসমানের বাদশাহীতে হস্তক্ষেপও করেন।

দানশীলতার দৌলত পাওয়ার মানসিকতা কিভাবে হবে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরাও দানশীলতার অভ্যাস গড়তে চাই তাহলে আসুন! এই প্রসঙ্গে কিছু মাদানী ফুল শ্রবণ করার সৌভাগ্য অজন করি।

(১): দানশীলতার ফযিলত পড়ুন!

দানশীলতার ফযিলত ও কৃপণতার পরিণাম প্রসঙ্গে হাদীসে মুবারকা এবং সাহাবায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ এর জীবনী অধ্যয়ন করুন, اِنْ شَآءَ الله সেটার বরকতে কৃপণতার স্বভাব দূর ও দানশীলতার মানসিকতা হবে।

(২): সম্পদের ভালোবাসা বের করে দিন!

নিজের হৃদয় থেকে সম্পদের ভালোবাসা বের করে দিন কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত মাল ও দৌলতের ভালোবাসা অন্তরে থাকবে, আল্লাহ পাকের রাস্তায় ব্যয় করতে মন চাইবে না। হযরত হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, আল্লাহ পাকের শপথ! যে দিরহামকে (অর্থাৎ দৌলত) সম্মান করে, আল্লাহ পাক তাকে অপদস্ত করেন। বর্ণিত আছে, সর্বপ্রথম দিরহাম ও দিনার আবিষ্কার করা হলে শয়তান সেগুলো নিয়ে তার কপালের উপর রাখলো অতঃপর সেগুলোকে চুম্বন করলো আর বললো, যে এগুলোকে ভালোবাসলো সে আমার গোলাম। **(ইহয়াউল উলুম, ৩/২৮৮। আদাবে তুয়াম, ৩৬৬ পৃ:)**

(৩): মুসলমানদের কল্যাণ কামনা করুন!

নিজের হৃদয়ে মুসলমান ভাইয়ের কল্যাণ কামনার প্রেরণা সৃষ্টি করুন, যেমন নিজের বন্ধু, আত্মীয় স্বজন বা প্রতিবেশিদের খবরাখবর

নিতে থাকুন, তাদের দুঃখ কষ্টে সাধ্যমতো তাদের প্রয়োজনাদি পূরণ করুন। রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেন: যে (ব্যক্তি) কোন মুসলমানের দুনিয়ার একটি পেরেশানী দূর করবে আর যে দরিদ্রদের জন্য দুনিয়াতে সহজতা প্রদান করবে, আর যে দুনিয়াতে কোনো মুসলমানের দোষ গোপন করবে আল্লাহ পাক দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন আর বান্দা যতক্ষণ আপন (মুসলমান) ভাইকে সাহায্য করতে থাকে, আল্লাহ পাকও তাকে সাহায্য করতে থাকেন।

(তিরমিযী, কিতাবুল বির ওয়াস সিলা, নং: ১৯৩৭, ৩/৩৭৩)

(৪): অন্তর থেকে ঘৃণা ও ক্ষোভ বের করে দিন!

নিজের অন্তরে আপন কোন মুসলমান ভাইয়ের প্রতি ঘৃণা ও ক্ষোভ থাকলে তাও বের করে দিন , কেননা যখন অন্তরে কারো প্রতি ঘৃণা থাকবে তখন তার জন্য ব্যয় করার বা যেকোনোভাবে সাহায্য করার প্রতি মন রাজি হবে না। সুতরাং ঘৃণা ও ক্ষোভ দূর করার ও পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করার জন্য সালাম ও মুসাফাহা করাও উপকারী। হাদীসে মুবারকায় রয়েছে: মুসাফাহা করো, ক্ষোভ দূরীভূত হবে এবং উপহার দাও, ভালোবাসা বাড়বে আর ঘৃণা দূর হবে।

(মুয়াত্তা ইমাম মালেক, কিতাব হুসনুল খুলক, নং: ১৭৩১, ২/৪০৭)

দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আপনারা দান-সদকা করার অভ্যাস গড়তে চান তবে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, اِنْ شَآءَ الله সেটার বরকতে কৃপণতার রোগের সাথে সাথে অন্যান্য মন্দ বিষয়াদি থেকেও মুক্তি নসিব হবে এবং নেককার হওয়ার স্পৃহা নসিব

হবে। আমরা আমাদের আক্বা ও মাওলা নবীয়ে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দানশীলতার আলোচনা শুনেছি। আমাদেরও উচিত যে, মন খুলে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা। আপনার অনুদান দাওয়াতে ইসলামীকে দিন! আপনার চাঁদা অর্থাৎ ডোনেশন যেকোন জায়িয, দ্বীনি, সংশোধনমূলক, কল্যাণকর, রুহানী, মঙ্গলকামী ও ভালো কাজে ব্যবহার করা হতে পারে।

যিকির ও দরুদের মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান সমাপ্ত করার পূর্বে আসুন! যিকির ও দরুদ সম্পর্কিত কিছু মাদানী ফুল শোনার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ২টি বাণী শ্রবণ করুন: (১): তিনি বলেন: আপন প্রতিপালকের যিকিরকারী আর যে যিকির করে না তাদের উদাহরণ হলো জীবিত ও মৃতের ন্যায় । **(বুখারী, কিতাবুদ দাওয়াত, ৪/২২০ পৃ:, হাদীস: ৬৪০৭)** (২) তিনি বলেন: কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে সেই ব্যক্তি যে দুনিয়াতে (থাকা অবস্থায়) আমার উপর বেশি পরিমাণে দরুদ পাঠ করেছে। **(তিরমিযী, ২/২৭ পৃ:, হাদীস: ৪৮৪)** ✸ আল্লাহ পাকের যিকির সর্বদাই রুহের খোরাক। ✸ অনেক আউলিয়া তিন বছর পর্যন্ত পানি পান করেননি কিন্তু জীবিত রইলেন কিভাবে আল্লাহ পাকের যিকিরের বরকতে। **(মিরআতুল মানাজীহ, ৭/৩২০ পৃ:)** ✸ অধিকহারে আল্লাহ পাকের যিকির করো, আল্লাহ পাকের বিশেষ বান্দা হয়ে যাবে। **(আ'রাবী কে সোওয়ালাত অর আরবী আক্বা কে জুওয়াবাত, ৩ পৃ:)** ✸ হযরত সুলায়মান عَلَيْهِ السَّلَام বলেন: মোরগ বলে: اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَا غَافِلِيْن অর্থাৎ হে উদাসীনরা! আল্লাহ পাকের যিকির করো। **(ফয়যুল কদীর, ১/৪৮৮ পৃ:, আয়াতের পাদটিকা: ৬৯৫) (প্রাগুক্ত ৩৯ পৃ:)** ✸ দরুদে পাক এমন আমল যেটা স্বয়ং আল্লাহ পাকও করে থাকেন। **(গুলদস্তায়ে দরূদ ও সালাম, ১৭ পৃ:)** ✸ যদি

কোন কাজ এমন থাকে যা আল্লাহ পাকও করেন, ফেরেশতারাও করে আর মুসলমানদেরকেও সেটার হুকুম দেয়া হয়েছে সেটা হলো রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরুদ প্রেরণ করা। **(গুলদস্তায়ে দরুদ ও সালাম, ২০ পৃ:)**

✸ আল্লাহ পাকের দরুদ মানে হলো রহমত নাযিল হওয়া, আর ফেরেশতাদের এবং আমাদের দরুদের মানে হলো রহমতের দোয়া।

(গুলদস্তায়ে দরুদ ও সালাম, ২১ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ঘোষণা

যিকির ও দরুদের অবশিষ্ট মাদানী ফুল তরবিয়্যতি হালকায় বয়ান করা হবে, সুতরাং সেগুলো জানার জন্য তরবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক**।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার সিডিউল ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শিখা: ৫ মিনিট (২) দোয়া মুখস্ত করানো ৫ মিনিট, (৩) যাচাই: ৫ মিনিট, সর্বমোট ১৫ মিনিট

যিকির ও দরুদের অবশিষ্ট মাদানী ফুল

✸ দরুদ শরীফ পাঠ করাটা মূলত আপন প্রতিপালকের দরবারে কিছু চাওয়ার একটা মাধ্যম। **(গুলদস্তায়ে দরুদ ও সালাম, ২২ পৃ:)** ✸ দরুদ ও সালাম পাঠ করা আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টির কারণ। **(গুলদস্তায়ে দরুদ ও সালাম, ১২ পৃ:)** ✸ বরকত হাসিল ও মারেফতের উন্নতীর এবং রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য লাভের জন্য অধিকহারে দরুদ ও সালামের চেয়ে উত্তম কোন মাধ্যম নেই। **(গুলদস্তায়ে দরুদ ও সালাম, ১৭ পৃ:)** ✸ দরুদে পাক দোয়া কবুল হওয়ার কারণ। **(ফিরদাউসুল আখবার, বাবুস সাদ, ২/২২, হাদীস: ৩৫৫৪)** ✸ দরুদে পাক সমস্ত পেরেশানী দূর করার জন্য এবং সমস্ত চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট। **(দুররে মনসুর, পারা: ২২, সূরা আহযাব, আয়াতের পাদটিকা: ৫৬, ৬/৬৫৪)** ✸ দরুদে পাক গুনাহের কাফফারা। **(জিলাউল ইফহাম, ২৩৪ পৃ:)** ✸ সদকার স্থলাভিষিক্ত বরং সদকার চেয়ে উত্তম। **(জযবুল কুলুব, ২২৯ পৃ:)** ✸ দরুদ শরীফের দ্বারা মুসিবত দূর হয়। ✸ রোগ-ব্যাধি থেকে আরোগ্য নসিব হয়। ✸ ভয় দূর হয়। ✸ জুলুম থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। ✸ শত্রুদের উপর বিজয় অর্জিত হয়। ✸ দরুদ শরীফ পড়ার মাধ্যমে কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। ✸ সাকারাতের সময় সহজতা নসিব হয়। ✸ দুনিয়ার ধ্বংসলীলা থেকে মুক্তি মিলে। ✸ দারিদ্রতা দূরীভূত হয়। ✸ ভুলে যাওয়া জিনিস স্মরণে এসে যায়। **(জযবুল কুলুব, ২২৯ পৃ:)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বৃদ্ধাঙ্গুল চুম্বন করার দোয়া

দাওয়াতে ইসলামীর সপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সিডিউল অনুযায়ী "বৃদ্ধাঙ্গুল চুম্বন করার দোয়া" মুখস্ত করানো হবে। দোয়াটি হলো:

صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ الله ، قُرَّةُ عَيْنِيْ بِكَ يَا رَسُوْلَ الله ،

اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِيْ بِسَمْعِيْ وَالْبَصَرْ

অনুবাদ: হে আল্লাহর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনার উপর আল্লাহ পাকের রহমত অবতীর্ণ হোক। ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনি আমার চোখের শীতলতা। হে আল্লাহ! আমাকে দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি দ্বারা উপকার অর্জনকারী বানিয়ে দাও। **(খাযীনায়ে রহমত, ৯৬ পৃ:)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম।

(জামিউস সগীর লিস সুয়ূতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।

২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকের** হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।

৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।

৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।

৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।

৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।

৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।

৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (✓) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি?

৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে কি উঁকি দিয়েছি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ ছিলাম কি?

৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسۡمِ اللہ পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

☆ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ☆ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ☆ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ!** যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد